মুজিবনগরে খুচরা সার সরবরাহের দাবিতে ইউএনও ও কৃষি কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি

মুজিবনগরে খুচরা পর্যায়ে বিক্রেতাদের সার সরবরাহের দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন মুজিবনগর উপজেলা খুচরা সার ও বালাইনাশক ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে সমিতির উদ্যোগে এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন মুজিবনগর উপজেলা খুচরা সার ও বালাইনাশক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সোহরাবদ্দীন, সহ-সভাপতি আবু সাঈদ ও সাধারণ সম্পাদক কলিমুদ্দিন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা উপস্থিত হলেও ওই সময় তারা দুজনই অফিসে না থাকায় স্মারকলিপি দুটি উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম জানান, কৃষি অফিসে খুচরা সার বিক্রেতাদের তালিকা রয়েছে। তবে যারা আজ স্মারকলিপি দিয়েছেন, তারা ডিলারদের কাছ থেকে সার কিনে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করেন। তাঁর দাবি, এভাবে সার বিক্রি করা আইনগতভাবে অপরাধ।

এ সময় খুচরা সার ও বালাইনাশক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সোহরাবদ্দীন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামকে বলেন, খুচরা পর্যায়ে সার বিক্রির সুযোগ না দেওয়া হলে তারা পুরো উপজেলার সার ও বালাইনাশকের দোকান বন্ধ করে দেবেন।

গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া ইউপিতে প্রশাসক ও কর্মকর্তার পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে এডিবি প্রকল্পে মানহীন কাজ করে বরাদ্দ লুটপাটের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ উঠেছে। ৪০ হাজার টাকা ভাগ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রকিব উদ্দীনের বিরুদ্ধে এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিনের বিরুদ্ধে ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন রাজস্ব খাতের আনুমানিক ৩ লাখ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন প্রশাসক রকিব উদ্দীন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিন স্বীকার করছেন তার কাছ থেকে প্রশাসক ৪০ হাজার টাকা নিয়েছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এডিবি, কাবিখা, টিআরসহ বিভিন্ন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করে সেখান থেকে লাভের অর্থ ভাগাভাগি করা হয়েছে। তারা এসব প্রকল্পের কাজ, ব্যয় ও অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাদের ভাষ্য, সরকারি অর্থে পরিচালিত প্রকল্প থেকে ব্যক্তিগত লাভ নেওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং এর আগেও সিলিং ফ্যান প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে প্রশাসক মোঃ রফিক উদ্দীন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন সেবা খাতের আনুমানিক প্রায় ৩ লাখ টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি যাচাই-বাছাই চলছে এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিনের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এগুলো খতিয়ে দেখার কারণে বিভিন্ন সময় তিনি অসত্য তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত ও সম্মানহানি করার চেষ্টা করছেন।

তিনি আরও বলেন, ৫৪ বছরের খাজনার প্রায় ৭ লাখ টাকা বকেয়া রয়েছে, সেখানে মাত্র ১০ হাজার টাকার কিছু বেশি জমা হয়েছে। এছাড়া নাগরিক সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, প্রিন্টিং প্রেস, অনার বোর্ড ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ বিভিন্ন খাতে কিছু টাকা ব্যয় হয়েছে ।

কর্মকর্তা নানা অনিয়ম খতিয়ে দেখার কারণেই তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ আনা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাসকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রফিক উদ্দীনকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব প্রদান করেন।

এ বিষয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মতিন বলেন, আমার বিরুদ্ধে প্রশাসক মিথ্যা বলছেন। আমি হিসাব দিয়েছি।

এদিকে ট্যাক্সের টাকা লুটপাট, রাস্তায় নিম্নমানের ইট, নিম্নমানের সিলিং ফ্যান সহ সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের লাখ লাখ টাকা নয়ছয় করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।

গাংনীর এক নারী আসামি কাশিমপুর কারাগার থেকে পালানোয় ৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী বরখাস্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের নারী আসামি রিম্পা (২১) গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে সাতজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

শনিবার (১৮ জুলাই) সকালে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (এআইজি) মো. জান্নাতুল ফরহাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তদন্ত প্রতিবেদনে দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পাওয়ায় সাতজন কর্মকর্তা- কর্মচারীর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হলেন মেট্রন লায়লা আনজুমান সুমি, মেট্রন মেরিনা, মেট্রন রেহেনা এবং মহিলা কারারক্ষী শায়লা, শারমিন, জেমি ও আসমা।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) রাত ৮টার দিকে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল টপকে রিম্পা পালিয়ে যান। ঘটনার পরপরই কারা কর্তৃপক্ষ কারাগারজুড়ে তল্লাশি চালালেও তার কোনো সন্ধান মেলেনি। পরে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন।

এ ঘটনায় শুক্রবার বিকেলে কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে গাজীপুরের কোনাবাড়ী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইফতেখার হোসেন।

রিম্পা মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ঢাকার ধানমন্ডি থানার ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিন মাসের সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন পরিদর্শন করলেন ডিএফপির কর্মকর্তারা

মেহেরপুর জেলার জনপ্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) কর্মকর্তারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ডিএফপির উপপরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল এ পরিদর্শন কাজে অংশ নেন। অন্যদের মধ্যে ডিএফপির পরিদর্শক এনামুল হক ও অডিটর আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় তারা মেহেরপুর প্রতিদিনের নিউজরুম, স্টুডিও ও সম্পাদকীয় কক্ষ পরিদর্শন করেন। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিনের স্টাফদের সঙ্গে পত্রিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন, বিভিন্ন রেজিস্টার পরিদর্শন করেন এবং বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন।

পরিদর্শনকালে উপপরিচালক মেহেরপুর প্রতিদিনের অবকাঠামো, অফিস ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রশংসা করেন।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু। এ সময় মেহেরপুর প্রতিদিনের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক সাকিব হাসান রুদ্র, সার্কুলেশন ম্যানেজার ইয়াসির ইউসুফ ইমন, গ্রাফিক্স ডিজাইনার রাফি হাসান এবং স্টাফ রিপোর্টার পলাশ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের এক মিটার রিডারকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেছেন ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মেহেরপুর ওজোপাডিকো কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মবিরতি পালন করা হয়। এ সময় তারা হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

কর্মবিরতি চলাকালে বক্তব্য দেন সহকারী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, হামলায় আহত মিটার রিডার গাজী জিয়াউর রহমান (জুয়েল) এবং লাইনম্যান রুবেল হোসেন। বক্তারা বলেন, সরকারি দায়িত্ব পালনরত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তারা অভিযোগ করেন, ঘটনার পরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তারা আরও বলেন, শনিবারের মধ্যে পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা

গ্রহণ না করলে আগামীকাল থেকে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

জানা যায়, ২ জুন দুপুরে মেহেরপুর শহরের বোসপাড়া এলাকায় সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির পাশের একটি স্থানে বিদ্যুতের মিটার রিডিং সংগ্রহ করতে যান মিটার রিডার গাজী জিয়াউর রহমান (জুয়েল)। এ সময় ওই এলাকার মাসুদুর রহমান পুল্টন নামে এক ব্যক্তি তার পথরোধ করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মিটার রিডিংয়ের কাজে বাধা দেন এবং একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানকে শারীরিকভাবে মারধর করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

এ ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান এবং সরকারি কর্মচারীর ওপর হামলার অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

আলমডাঙ্গা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তারের সম্মাননা লাভ

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার “সেরা স্ক্রিনিং পারফরম্যান্স, জেলা ভিত্তিক, খুলনা বিভাগ-২০২৬” সম্মাননা লাভ করেছেন।

গতকাল শনিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন।

জানা গেছে, ইলেকট্রনিক ডাটা ট্র্যাকিংসহ জনসংখ্যাভিত্তিক জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রমে জানুয়ারি ২০২৬ থেকে এপ্রিল ২০২৬

পর্যন্ত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তিনি “সেরা স্ক্রিনিং পারফরম্যান্স, জেলা ভিত্তিক, খুলনা বিভাগ-২০২৬” সম্মাননার জন্য নির্বাচিত হন।

গত শনিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও প্রধান অতিথির হাত থেকে তিনি এ সম্মাননা গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (পিএসসি) ডা. সৈয়দ কামরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. আশরাফুন্নেছা এবং কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের শিক্ষকবৃন্দ।

ডা. শারমিন আক্তারের এ সম্মাননা লাভে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও, মেডিকেল অফিসার, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দুদকের মামলায় ফেঁসে গেলেন সাবেক মেয়রসহ চার কর্মকর্তা

চেক জালিয়াতি মামলায় ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতে চার্জসীট দাখিল করেছে। তদন্ত শেষে ঝিনাইদহ দুদকের সহকারী পরিচালক বজলুর রহমান আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

আজ শুক্রবার দুপুরে চার্জসীট দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাবু বিশ্বাস। মামলায় অন্যান্য আসামীরা হলেন, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক সচিব আজমলহোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চান ও হিসাব রক্ষক মখলেচুর রহমান। তারা ২০১১ সালের ১ জুন থেকে ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৭টি কাজের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ ও ঝিনাইদহ জনতা ব্যাংকের ১৪২৫০৩ নং অ্যাকাউন্ট থেকে এই টাকা উত্তোলন করেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক বজলুর রহমান জানান, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ঝিনাইদহ পৌরসভার বিভিন্ন কাজের বিলের টাকা বিল ভাউচারের বিপরীতে চেকে অতিরিক্ত অঙ্ক বসিয়ে ও অঙ্কটি কথায় লিখে আসল চেকের টাকাসহ অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন মর্মে প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন, সোনালী ব্যাংক পিএলসি ঝিনাইদহ শাখার হিসাব নং ৩১৬ থেকে তিন লাখ আটান্ন হাজার উনিশ টাকার বিপরীতে চেকের মাধ্যমে তারা ৩০ লাখ টাকা অতিরিক্ত তুলে নেন। এই নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর বিরুদ্ধে দুদক তিনটি মামলায় চার্জসীট দিল।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১ জুন তারিখে পৌরসভার ক্যাশ বইতে জনৈক নওশের আলীর নামে ১০ হাজার টাকা লিপিবদ্ধ আছে। অথচ ১০ হাজার টাকার স্থলে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ নং একাউন্ট থেকে ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। জালিয়াতির মাধ্যমে চার লাখ টাকা বেশি উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। নওশের আলী ছাড়াও যাদের নামে চেক ইস্যু করা হয়েছে তারা হলেন, প্রসাশনিক

কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চানের নামে ১২টি, নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল উদ্দীনের নামে ২০১৩ সালের ৩ মার্চ ৩০৬ নং ভাউচারে ৩ হাজার ২১২ টাকার স্থলে ২ লাখ ৩ হাজার ২১২ টাকা, ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টম্বর হিসাব রক্ষক মখলেছুর রহমানের নামে ৭৯ নং ভাউচারে ১৩ হাজার দুই’শ টাকার স্থলে ২ লাখ ১৩ হাজার ২০০ টাকা, ২০১১ সালের ৬ জুন দেলোয়ার হোসেনের নামে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, ২০১১ সালের ২৩ আগষ্ট এবং ২০ সেপ্টেম্বর ১১৩ ও ১৫৫ নং ভাউচারে সাইদুর রহমানের নামে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৩ টাকার স্থলে ৩ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৩ টাকা, কনজারভেন্সি পরিদর্শক সামছুল আলমের নামে যথাক্রমে ১০, ৪৫, ১০০, ১৪৮ ও ৩৮২ নং ভাউচারে এক লাখ ৪৮ হাজার ২২ টাকার স্থালে ৬ লাখ ৪৮ হাজার ২২ টাকা, ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি ২২১ নং ভাউচারে কমিশনার তোফাজ্জেল হোসেনের নামে ২১ হাজার টাকার স্থলে ২ লাখ ২১ হাজার, ২০১৩ সালের ১১ আগষ্ট ৩৭ নং ভাউচারে পানি বিভাগের বিল ক্লার্ক আনোয়ার হোসেনের নামে ৫ হাজার ৪০ টাকার স্থলে ২ লাখ ৫ হাজার ৪০ টাকা, একই বছরের ১১ আগষ্ট ৩৪ নং ভাউচারে কমিশনার মতলেব মিয়ার নামে ৫০ হাজার টাকার স্থলে দেড় লাখ টাকা, ওই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি ২৪৩ নং ভাউচারে জনৈকা সাহিনা মৌসুমির নামে ১০ হাজারের স্থলে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা, ১১০ নং ভাউচারে কমিশনার সাইফুল ইসলাম মধুর নামে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ নং একাউন্ট থেকে যার চেক নং ৯৩৯৪৮৩৯,

৩০ হাজার টাকার স্থলে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা, ২০১৪ সালের পহেলা মে মাসে ৩০০ নং ভাউচারে মিঠু ইলেক্ট্রনিক্সের নামে ১৫ হাজার ৪১০ টাকার স্থলে ২ লাখ ১৫ হাজার ৪১০ টাকা, ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ২১৯ নং ভাউচারে কমিশনার বশির উদ্দীনের নামে ৫০ হাজারের স্থলে আড়াই লাখ টাকা, ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর ঝিনাইদহ জনতা ব্যাংকের ১৪২৫০৩ নং চেকে রবিউল ইসলামের নামে ৯ হাজার ৬৫০ টাকার স্থলে ৪ লাখ ৯ হাজার ৬৫০ টাকা, ২০১২ সালের ১৮০ ও ২০১৪ সালের ২৮০ ভাউচারে স্যানেটারি ইন্সপেক্টর শংকর কুমার নন্দীর নামে ৭২ হাজার টাকার স্থলে ৩ লাখ ৭২ হাজার টাকা এবং ২০১৩ সালের ২০ নভেম্বর ১৩৩ নং ভাউচারে ইঞ্জিনিয়ার মুন্সি আবু জাফরের নামে ২১ হাজারের বিপরীতে ১ লাখ ২১ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়।

এমন অভিযোগের একটির বিষয়ে সত্যতা জানতে ঝিনাইদহ শহরের মিঠু ইলেক্ট্রিকে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, তাদের দোকান থেকে ২০১৪ সালের পহেলা জানুয়ারি দুই হিসাবে ৩২’শ টাকা, একই বছরের ৭ জুলাই ২৫ হাজার ৫০০ টাকা, ২০ এপ্রিল ৯৩০০ টাকার হিসাব পরিশোধ করা হয়। কোনক্রমেই তাদের দুই লাখ টাকার বিল পৌরসভা দেয়নি।

চার্জসীটের বিষয়ে ঝিনাইদহ দুর্নীতিদমন কমিশনের আইনজীবী এ্যাড আবু তালেব শুক্রবার দুপুরে জানান, “চেক জালিয়াতি মামলায় ঝিনাইদহ পৌরসভার

সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতে চার্জসীট দাখিল করেছে। চার্জসীট দাখিলের পর আসামীদের আদালত থেকে জামিন গ্রহনের বিধান রয়েছে। তবে তারা জামিন নিয়েছেন কিনা তা জানি না”।

হরিণাকুণ্ডুতে ভোট গ্রহন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

অনুষ্ঠিত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ ও গণভোট নির্বাচনের ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসনের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভোটগ্রহন কর্মকর্তাদের দুইদিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শুক্র ও শনিবার দুদিন ব্যাপি এই প্রশিক্ষন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

দুদিনব্যাপি এ প্রশিক্ষনে উপজেলার ৬৫টি ভোট কেন্দ্রের জন্য ৫শতাংশ অতিরিক্ত ধরে ৬৯জন প্রিজাইডিং অফিসার, ৩৫৪জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৭০৮ জন পোলিং অফিসার অংশ গ্রহন করেন।

প্রশিক্ষণের সমাপনী দিন শনিবার বেলা ১১ টায় হরিণাকুণ্ডু সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিদর্শন করেণ এবং দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মোঃ মাহফুজ মাফজাল এবং জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ আবুল হোসেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ দিদারুল আলম।

বিক্ষোভের মুখে ভারতীয় প্রকৌশলীসহ কর্মকর্তারা

কেরুজ চিনিকলের বিএমআর প্রকল্প এখন গলার কাঁটা দাড়িয়েছে মিল কতৃপক্ষের। পহেলা জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১৬৮ ঘন্টা নতুন বিএমআর প্রকল্পের আখ মাড়াই করতে গিয়ে ৯০ ঘন্টা যান্ত্রিক কবলে পড়ে ১০২ কোটি টাকার বিএমআর প্রকল্প।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের আওতায় আখবাহনের চালক ও আখচাষীদের

বিক্ষোভের মুখে পড়ে ভারতীয় বিএমআর প্রকল্পের ইন্জিনিয়ারসহ কেরুজ কর্মকর্তারা।কেরুজ চিনিকলে ২০২৫-২৬ শুরু হয় ৫ ডিসেম্বর। আখ মাড়াই মরসুমের আনুষ্ঠানিক – উদ্বোধন আধুনিকায়নকৃত কারখানায় আখ মাড়াই ডিসেম্বরে হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

ফলে পুরোনো মিলেই আখ মাড়াই শুরু করা হয়। শুরু থেকেই ভালো চলছিলো মাড়াই কার্যক্রম। ৩০ ডিসেম্বর ছিলো চলতি মরসুমের প্রথম ক্লিনডেট। ৩১ ডিসেম্বর রাত দুটো থেকে আধুনিকায়নকৃত চিনি কারখানায় আখ মাড়াই শুরুর কথা থাকলেও তাও যায় ভেস্তে। পরে ভোরে চালু হয় মাড়াই কার্যক্রম। শুরু হয় মিলে আখ আনা পরিবহন চালক, কৃষক, শ্রমিক-কর্মচারী নানা ত্রুটি দেখা দেয় আধুনিয়কানকৃত জনিত কারণে রবিবার বন্ধ হয়েছে আখ টারবাইনসহ বিভিন্ন মেশিনারিজে সমস্যা দেখা দেয় কারখানায়। মিল হাউজ, বয়লার, ও কর্মকর্তাদের ভোগান্তির শেষ নেই। ক্ষণে ক্ষণে মাড়াই ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ। গত ৭ দিনে ১৬৮ ঘণ্টার মধ্যে ত্রুটি জনিত কারণে চিনি কারখানায় আখ মাড়াই বন্ধ থেকেছে ৯০ ঘণ্টা।

তথ্যনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ৬ ঘণ্টা, ১জানুয়ারি ২৩ ঘণ্টা, ২ জানুয়ারি ৬ ঘণ্টা, জানুয়ারি, ৫ জানুয়ারি ৮ ঘণ্টা, ৭ জানুয়ারি আখ মাড়াই বন্ধ রাখতে হয়েছে। এদিকে কৃষক ও কেরুজ চিনিকলের আওতায় আখ নিয়ে আসা পরিবহন, পাওয়ারট্রলি কৃষকদের পড়তে হয় ভোগান্তিতে। চাষীরা কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে শুর করে বিক্ষোভ। বিক্ষোভহীন অবস্থায় দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃরাব্বিক হাসান লিখিতভাবে জানান, বিএমআর প্রকল্প যান্ত্রিক ক্রুটি হচ্ছে।ফলে মাড়াই কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে বিঘ্নত হচ্ছে।ফলে আবার ডিজিটাল ছেড়ে আবার এনালক দিয়ে মাড়াই কার্যক্রম শুরু করে।

তাহলে প্রশ্ন ১০২ কোটি টাকার প্রকল্প কি মুখ থুবড়ে পড়বে। তাহলে সাধারণ মানুষ মনে করছে এটা শুভংকরের ফাঁকি। এ বিষয়ে কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান জানান, পুরাতন মিল দিয়ে আখ মাড়াই শুরু হয়েছে কোনো ঝামেলা ছাড়াই মিল সুন্দর ভাবে চলছে।

এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, চব্বিশ পরবর্তী সময়ে ঘুষ কল্পনা করা যাবে না। সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ খেতে চাইলে, চাকুরী না করে থালা হাতে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা করুন। এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন। গত তিনটা নির্বাচনে এদেশের তরুণ যুবক ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে ভোটারদের নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরে নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথি ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে জোর জবরদস্তি, কারুচুপি, বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষকে মিসগাইড করে, বাঁধা বা শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলে সেটা রুখে দেওয়া হবে। সেই সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না। নির্বাচনের দায়িত্বে আমরা যারা থাকবো তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, একটা সুষ্ঠ নির্বাচন করার জন্য।

মিথ্যা গুজব থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে ডিসি সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, গুজব, অপতথ্য এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে সমাজকে পিঁড়া দিচ্ছে। সমাজে তিন ধরণের তথ্য আছে, মিস ইনফোরমেশন, ডিসইনফোরমেশন ও ব্যাড ইনফোরমেশন। এই তিনটা তথ্যের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। অপতথ্য বা গুজবের কোনো ভিত্তি নেই। এটার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ক্ষতি করা। ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া এবং ব্যাড ইনফোরমেশন হলো সঠিক তথ্য থাকলেও উদ্দেশ্য ক্ষতি করা। এই তিনটা তথ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই তথ্য যাচাই-বাছাই না করা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো তথ্য শেয়ার না দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান

তিনি।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ইলেকশন কমিশন এই কাজগুলো বা ইনফরমেশনগুলো ছড়াচ্ছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য কাজ শুরু করেছেন। যারা এসব মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিষয়ে সঠিক এবং সত্য তথ্যটা তুলে ধরতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়া গাংনীর বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, মাদক নিয়ে কাজ করার জন্য সমাজের সকলের সহযোগীতা চান তিনি। তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলায় সারের কোনো ঘাটতি নেই। জেলার কৃষি জমিগুলো তিন ফসলি হওয়ায়, কৃষকরা তাদের জমিতে মাত্রাতিরিক্তি সার প্রয়োগ ও সিস্টেমের সমস্যার কারণে সার সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন।

জেলার কৃষক ও কৃষির কথা বিবেচনা করে অতিরিক্ত ২ হাজার মেট্রিকটন সারের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ৪’শ মেট্রিকটন টিএসপি ও ৪’শ মেট্রিকটন ডিএপি সার অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়েছে।

মাদকের হটস্পটগুলোতে অভিযান চালানো শুরু হয়েছে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক বলেন, মাদক কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না। মাদক নিমুর্লে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকের হটস্পট চিহ্নিত করে যারা যারা মাদকের সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও মিডিয়া কর্মীদের একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে টিমওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, সরকারি কর্মকর্তারা কিছুদিনের জন্য আপনাদের এলাকায় সেবা দিতে আসেন। সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এলাকার কাজগুলো আদায় করে নিতে হবে। শুধু নাগরিক সেবা নিলেই হবেনা। সাথে সাথে একজন সুনাগরিকের দায়িত্বও পালন করতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জেলা প্রশাসক বলেন, সড়ক নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন বিহীন মোটরসাইকেল ধরতে হবে। এসব অবৈধভাবে রেজিস্ট্রেশনবিহীন গাড়িগুলোকে আইনের আওতায় আনতে হবে। এছাড়া অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়।

এছাড়া বাল্যবিবাহ প্রতিরোধেও উপজেলা প্রশাসনকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের নিদের্শ

দেন তিনি। যে কোনো সমস্যা সমাধানে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

বর্তমান সময়ে কৃষকের সার সংকট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, মাদক ও বাল্য বিবাহসহ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নকল্পে সরকারের বরাদ্দের সুষম বন্টনের অনুরোধ জানান গাংনীর সুধিজনেরা।

এসময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক সামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল আজিজ, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক মুজাহিদুল ইসলাম, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মু, আলম হুসাইন, গাংনী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলাল, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, সিনিয়র সাংবাদিক ফারুক হোসেন, মুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন।

এসময় সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রধানগণ, এনজিও প্রতিনিধি, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবীর গাংনীতে পৌঁছালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।